জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি-১৪১, সড়ক-১২, ব্লক-ই, বনানী
ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ।
ফোন: ৯৮৮৭৮৮৪, ৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: ৯৮৮৪৮১১
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সার্বিক সংকলন ও সম্পাদনায়:
মো. হাবিবুর রহমান, ফেলো, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

সম্পাদনা সহযোগী:
মোরশেদা আক্তার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ফেলো, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

বিষয় ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন:
সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ফেলো আ.ব.ম রাশেদুজ্জামান, মোহাম্মদ হোসেন, মো. গোলাম মোস্তফা এবং মো. মনিরুল ইসলাম জাহিদ

প্রকাশ: জুলাই ২০১১

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি- ১৪১, সড়ক- ১২, ব্লক- ই, বনানী
ঢাকা- ১২১৩, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮-০২-৯৮৮৭৮৮৪, ৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

সেবাখাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের অন্যতম কারণ একদিকে তথ্যের অবাধ প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা ও অন্যদিকে সাধারণ জনগণের অনেকেরই মৌলিক অধিকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য এবং আইন ও বিধি অনুযায়ী করণীয় সম্পর্কে যথার্থ ধারণার ঘাটতি। এ প্রেক্ষিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে স্থানীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

টিআইবি এর সহযোগিতায় সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) দুর্নীতি বিরোধী সামাজিক আন্দোলনকে সংগঠিত ও সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সনাক তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক (Advice and Information Desk, AI-Desk) কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে বিনামূল্যে তথ্য ও পরামর্শ সেবা দিয়ে অধিকার সচেতন ও ক্ষমতায়ন করে তোলার কাজ করছে। এ কাজের অংশ হিসেবে এ তথ্যপত্রটি প্রস্তুত করা হয়েছে। তথ্যপত্র কোনো গবেষণা প্রতিবেদন নয়। এটি মূলত কোনো চলমান বিষয় ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবার ধরন, নির্ধারিত ফি ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংক্ষিপ্তভাবে প্রশ্ন-উত্তর আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যমান আইন/বিধিমালা/প্রবিধানমালা/প্রজ্ঞাপন/নীতিমালা ইত্যাদি জনগণকে কী অধিকার দিয়েছে এ বিষয়েও প্রশ্ন-উত্তর আকারে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। তথ্যপত্রের উল্লিখিত কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যার সাথে মূল আইন বা তার অধীন প্রণীত বিধিমালা, সরকারি গেজেট, প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত নিয়মকানুনের সাথে তারতম্য হলে মূল আইন বা তার অধীন প্রণীত বিধিমালা, সরকারি গেজেট, প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত নিয়মকানুনকে প্রাধান্য দিতে হবে। যেহেতু তথ্যপত্রে তথ্যসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সকল বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি তাই কোনো আইনী প্রক্রিয়ায় যাওয়ার পূর্বে অবশ্যই মূল আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, সরকারি গেজেট ও প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি অনুসরণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

বর্তমান সংস্করণটিতে উল্লিখিত তথ্যসমূহ জুন ২০১১ পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা, আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, সরকারি গেজেট, প্রজ্ঞাপন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণটির সংশোধনের জন্য সম্মানিত পাঠক মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

তথ্যপত্রটি জনগণের ক্ষমতায়নে এবং সেবাপ্রাপ্তিতে দুর্নীতি ও হয়রানি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা রাখি।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন

যে সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে

১. প্রশ্ন: জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কী ?.....১
২. প্রশ্ন: জন্ম ও মৃত্যু সনদ কী ?.....১
৩. প্রশ্ন : জন্ম নিবন্ধন করলে কী কী সুবিধা হয় ?.....১
৪. প্রশ্ন: জন্ম নিবন্ধন কোথায় করবেন ?.....২
৫. প্রশ্ন: কারা জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের দায়িত্ব পালন করবেন ?.....২
৬. প্রশ্ন: নিবন্ধকের দায়িত্ব কী ?.....২
৭. প্রশ্ন: নিবন্ধকের ক্ষমতা কী ?.....২
৮. প্রশ্ন: জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য কারা সহায়তা করবেন ?..... ৩
৯. প্রশ্ন: কীভাবে জন্ম নিবন্ধন করবেন ?..... ৩
১০. প্রশ্ন: জন্ম নিবন্ধন করতে কী কী কাগজপত্র প্রয়োজন হয় ?..... ৩
১১. প্রশ্ন: কীভাবে বুঝবেন জন্ম নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে ?..... ৪
১২. প্রশ্ন: কোন প্রতিষ্ঠান থেকে জন্ম নিবন্ধনের সনদপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন ?..... ৪
১৩. প্রশ্ন: জন্ম নিবন্ধনের সনদপত্র কেন দরকার ?..... ৪
১৪. প্রশ্ন: কোন কোন ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধনের সনদপত্র দরকার ?..... ৪
১৫. প্রশ্ন: শিশুর জন্মের কত দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধন করার বিধান রয়েছে ?..... ৫
১৬. প্রশ্ন: মৃত্যুর খবর কতদিনের মধ্যে নিবন্ধন করতে হবে ?..... ৫
১৭. প্রশ্ন: যমজ শিশুর বেলায় কিভাবে নিবন্ধন করতে হবে ?..... ৫
১৮. প্রশ্ন: কোন এলাকায় শিশুর জন্ম নিবন্ধন করা উচিৎ ?..... ৫
১৯. প্রশ্ন: জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন কত সালে পাস হয় ?..... ৫
২০. প্রশ্ন: জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন-২০০৪ কত তারিখ থেকে কার্যকর হয় ?..... ৫
২১. প্রশ্ন: জন্ম নিবন্ধনের ফি কত টাকা ?..... ৫
২২. প্রশ্ন: জন্ম নিবন্ধনের সনদ (বার্থ সার্টিফিকেট) সংগ্রহের ফি কত ?..... ৫
২৩. প্রশ্ন: মৃত্যু নিবন্ধনের ফি কত টাকা ?..... ৫
২৪. প্রশ্ন: জন্ম নিবন্ধনের তথ্য সংশোধন ফি কত টাকা ?..... ৫
২৫. প্রশ্ন: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ গ্রহণ বাধ্যতামূলক কি ?.....৬
২৬. প্রশ্ন: জন্ম নিবন্ধন করতে শিশুর নাম কি বাধ্যতামূলক ?.....৬
২৭. প্রশ্ন: নিবন্ধন বই কি সংশোধন করা যাবে ?.....৬
২৮. প্রশ্ন: জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে কি না ?.....৬
২৯. প্রশ্ন: জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের আদেশের বিরুদ্ধে কত দিনের মধ্যে আপিল করা যাবে ?.....৬
৩০. প্রশ্ন: কার নিকটে আপিল করতে হবে ?.....৬
৩১. প্রশ্ন: নিবন্ধক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কী ধরনের শাস্তির বিধান আছে ?.....৬
৩২. প্রশ্ন: এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য কোনো মামলা করা যাবে কি ?.....৬

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন

১. প্রশ্ন: জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কী ?

উত্তর: কোনো ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধকের নিকট তথ্য প্রদান এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বইতে নিবন্ধন করাকে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বলে। কোনো ব্যক্তির বয়স জন্ম ও মৃত্যুবৃত্তান্ত প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো অফিস বা আদালতে বা স্কুল-কলেজে বা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জন্ম বা মৃত্যু সনদ সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচ্য হবে। নিবন্ধন সংক্রান্ত সকল নথিপত্র ও নিবন্ধন বই পাবলিক ডকুমেন্ট বা সাধারণ দলিল হিসেবে গণ্য হবে।

২. প্রশ্ন: জন্ম ও মৃত্যু সনদ কী ?

উত্তর: জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বইতে লিপিবদ্ধ তথ্যের নিবন্ধক কর্তৃক প্রত্যায়িত অনুলিপি। কোনো ব্যক্তির আবেদনক্রমে নিবন্ধক নির্ধারিত ফি ও নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নিবন্ধিত ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যু সনদ প্রদান করবেন।

৩. প্রশ্ন : জন্ম নিবন্ধন করলে কী কী সুবিধা হয় ?

উত্তর: জন্ম নিবন্ধন করা থাকলে একটি শিশু বা একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ বহু ধরনের সুবিধা পেতে পারে। জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র দ্বারা চাহিদামতো প্রকৃত বয়স প্রমাণ করা যায়। যেমন:

ক. শিশুদের স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় প্রকৃত বয়স প্রমাণের জন্য জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র জমা দিতে হয়। না হলে স্কুলে ভর্তি করানো যায় না;

খ. বিদেশে ভ্রমণ করতে হলে পাসপোর্ট প্রয়োজন। পাসপোর্ট করতে গেলেও প্রকৃত বয়স প্রমাণের জন্য জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র জমা দিতে হয়। অন্যথায় পাসপোর্টই করা যায় না;

গ. নতুন ভোটারের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে। এ বয়স প্রমাণের জন্যও জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রয়োজন;

ঘ. সরকারি-বেসরকারি সব ধরনের চাকরির ক্ষেত্রে বয়স প্রমাণের জন্য জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রয়োজন;

ঙ. বিয়ের ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রয়োজন। কারণ ছেলের বয়স ২১ বছর ও মেয়ের ১৮ বছর পূর্ণ না হলে কাজী বিয়ে পড়ান না। সেটা আইনসঙ্গতও নয়। সুতরাং জন্ম নিবন্ধন সনদ না হলে বিয়ে সম্পন্ন করা যায় না;

চ. শুধু শিশুর প্রকৃত বয়স নির্ণয় করা যায় তার জন্ম নিবন্ধন সনদ দ্বারা । এছাড়া আদালতেও অনেক সময় শিশুদের বিরুদ্ধে দায়ের কৃত অভিযোগ থেকে সহজে খালাস করা যায় জন্ম নিবন্ধন সনদের সাহায্যে;

ছ. জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রমের ফলাফল থেকে কেবল মৌলিক জনসংখ্যা তথ্য জানা যায়। তাই জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও এগুলোর পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ যথেষ্ট সহায়তা করে;

জ. শিশুসহ সকল নাগরিকের জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র থাকা প্রয়োজন। এ সনদ একজন মানুষকে রাষ্ট্রের গর্বিত নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতেরও ব্যবস্থা করে;

ঝ. জন্ম নিবন্ধনকৃত শিশুরা রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে বেড়ে উঠতে পারে এবং দারিদ্র্য মুক্তির পথ খুঁজে পায়। তারা অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা সমাজের কোনো গোষ্ঠী দ্বারা শোষণ, লাঞ্ছনা, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বা পাচার থেকে রেহাই পায়;

ঞ. জমি-জমা ক্রয় ও বিক্রয়ের সময়ও জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রয়োজন হয়;

ট. জটিল চিকিৎসার ক্ষেত্রেও (অপারেশন, থেরাপি), জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রয়োজন হয়;

ঠ. সরকারি সুযোগ-সুবিধা যেমন শিশু খাদ্য, ফ্রি চিকিৎসা, বয়স্ক ভাতা, খাসজমি ও জলমহল বরাদ্দ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রয়োজন; এবং

ড. ব্যবসা বাণিজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও একজন ব্যবসায়ীর জন্ম সনদ প্রয়োজন হয়।

৪. প্রশ্ন: জন্ম নিবন্ধন কোথায় করবেন ?

উত্তর: নিম্নোক্ত স্থানে জন্ম নিবন্ধন করা হয়:

- ইউনিয়ন পরিষদ,
- পৌরসভা,
- সিটি কর্পোরেশন,
- ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ও
- বাংলাদেশ দূতাবাস (বিদেশে বসবাসকারীদের জন্য)।

৫. প্রশ্ন: কারা জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের দায়িত্ব পালন করবেন ?

উত্তর: নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের দায়িত্বে ন্যস্ত:

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সদস্য,
- পৌরসভার মেয়র বা প্রশাসক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কমিশনার,
- সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কমিশনার,
- ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, এবং
- দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

৬. প্রশ্ন: নিবন্ধকের দায়িত্ব কী ?

উত্তর: একজন নিবন্ধক নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করেন:

ক. সকল ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নিশ্চিত করণ;

খ. নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ এবং ফরম, রেজিস্ট্রার ও সনদ মুদ্রণ অথবা সংগ্রহ;

গ. নিবন্ধন সংক্রান্ত নথিপত্র বা নিবন্ধন বই সংরক্ষণ;

ঘ. জন্ম ও মৃত্যু সনদ সরবরাহ; এবং

ঙ. বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো দায়িত্ব পালন করা।

৭. প্রশ্ন: নিবন্ধকের ক্ষমতা কী ?

উত্তর: নিবন্ধকের ক্ষমতা নিম্নরূপ:

ক. তথ্যের সত্যতা যাচয়ের প্রয়োজনে নিবন্ধক নিজে অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা তদন্ত সম্পন্ন;

খ. জন্ম ও মৃত্যুর তথ্য প্রদানের জন্য নির্দেশসম্বলিত নোটিশ জারি; এবং

গ. নিবন্ধন বই তলব এবং প্রয়োজনে কোনো ব্যক্তিকে সাক্ষ্য প্রদান নোটিশ।

৮. প্রশ্ন: জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য কারা সহায়তা করবেন ?

উত্তর: নিম্নে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ কোনো ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধকের নিকটে তথ্য প্রেরণ এবং নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন অথবা তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তিকে পরামর্শসহ সহায়তা প্রদান করবেন:

- ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের সদস্য বা কমিশনার,
- গ্রাম পুলিশ,
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মী,
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণে নিয়োজিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (এনজিও) মাঠকর্মী,
- কোনো হাসপাতাল বা ক্লিনিক বা মাতৃসদন বা সমজাতীয় অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণের ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা,
- গোরস্থান বা শ্মশানঘাটের তত্ত্বাবধায়ক,
- নিবন্ধক কর্তৃক নিয়োজিত অন্য কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী,
- জেলসুপার বা জেলার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, এবং
- থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পরিত্যক্ত শিশু ও পরিচয়হীন মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে)

৯. প্রশ্ন: কীভাবে জন্ম নিবন্ধন করবেন ?

উত্তর: সরকার নির্ধারিত ফরম পুরণের মাধ্যমে জন্ম নিবন্ধন করতে হয়। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও বাংলাদেশ দূতাবাস (বিদেশে বসবাসকারীদের জন্য) থেকে ফরম সংগ্রহ করা যায়:

১০. প্রশ্ন: জন্ম নিবন্ধন করতে কী কী কাগজপত্র প্রয়োজন হয় ?

উত্তর: হাসপাতালে বা ক্লিনিক বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্ম সনদ, যদি কোনো ব্যক্তির জন্ম উক্ত স্থানে জন্ম গ্রহণ করে। এসএসসি সনদ বা পাসপোর্ট বা আইডি কার্ড এবং নাগরিকত্ব সনদের অণুলিপি। শিশুর ক্ষেত্রে শুধু হাসপাতালের জন্ম সনদ প্রয়োজন।

ক. নিবন্ধনাধীন ব্যক্তির জন্মের পাঁচ বছরের মধ্যে আবেদন করা হলে

- ইপিআই কার্ডের সত্যায়িত অনুলিপি অথবা,
- সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র বা উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত জন্ম সংক্রান্ত সনদের সত্যায়িত অনুলিপি অথবা,
- নিবন্ধক যেরূপ প্রয়োজন মনে করেন জন্ম সংক্রান্ত সেরূপ অন্য কোনো দলিলের সত্যায়িত অনুলিপি অথবা, এবং
- তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে নিবন্ধক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোনো এনজিও কর্মীর প্রত্যয়নপত্র।

খ. নিবন্ধনাধীন ব্যক্তির জন্মের পাঁচ বছর পরে আবেদন করা হলে

- বয়স প্রমাণের জন্য এমবিবিএস ডাক্তারের এবং জন্মস্থান বা স্থায়ীভাবে বসবাসের স্থান প্রমাণের জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্যের প্রত্যয়ন পত্র অথবা,

● বয়স এবং জন্মস্থান প্রমাণের জন্য তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক বা তার দ্বারা মনোনীত শিক্ষক বা কর্মকর্তার প্রত্যয়ন পত্র অথবা,

● বয়স এবং জন্মস্থান প্রমাণের জন্য ইপিআই কার্ড বা পাসপোর্ট বা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা কোনো চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের জন্ম সংক্রান্ত ছাড়পত্র বা উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত জন্ম সংক্রান্ত সনদের সত্যায়িত অনুলিপি অথবা,

● নিবন্ধক যেরূপ প্রয়োজন মনে করেন জন্ম সংক্রান্ত সেরূপ অন্য কোন দলিলের সত্যায়িত অনুলিপি অথবা,

● তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে নিবন্ধক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোনো এনজিও কর্মীর প্রত্যয়ন পত্র।

১১. প্রশ্ন: কীভাবে বুঝবেন জন্ম নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে ?

উত্তর: জন্ম নিবন্ধনের সনদপত্র সংগ্রহ করার মাধ্যমে।

১২. প্রশ্ন: কোন প্রতিষ্ঠান থেকে জন্ম নিবন্ধনের সনদপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন ?

উত্তর: যে প্রতিষ্ঠানে জন্ম নিবন্ধন করা হয় সেখান থেকে জন্ম নিবন্ধন সনদ (বার্থ সার্টিফিকেট) প্রদান করা হয়।

১৩. প্রশ্ন: জন্ম নিবন্ধনের সনদপত্র কেন দরকার ?

উত্তর: জন্মনিবন্ধন সনদপত্র হবে কোনো নাগরিকের বয়স প্রমাণের সরকারি সার্টিফিকেট।

১৪. প্রশ্ন: কোন কোন ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধনের সনদপত্র দরকার ?

উত্তর: নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদেও প্রয়োজন:

ক. পাসপোর্ট,

খ. বিবাহ নিবন্ধন,

গ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি,

ঘ. সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দান,

ঙ. ড্রাইভিং লাইসেন্স,

চ. ভোটার তালিকা,

ছ. জমি রেজিস্ট্রেশন,

জ. ব্যাংক একাউন্ট খোলা,

ঝ. আমদানি বা রপ্তানি বা উভয় লাইসেন্স প্রাপ্তি,

ঞ. গ্যাস, পানি, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তি,

ট. করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন),

ঠ. ঠিকাদারি লাইসেন্স,

ড. বাড়ির নক্সা অনুমোদন,

ড়. গাড়ি রেজিস্ট্রেশন,

ঢ. ট্রেড লাইসেন্স, এবং

ঢ়. জাতীয় পরিচয় পত্র ইত্যাদি।

১৫. প্রশ্ন: শিশুর জন্মের কত দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধন করার বিধান রয়েছে ?

উত্তর: শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম সংক্রান্ত তথ্য নিবন্ধকের নিকটে প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবে এর পরেও নির্ধারিত নিয়মে করা যাবে।

১৬. প্রশ্ন: মৃত্যুর খবর কতদিনের মধ্যে নিবন্ধন করতে হবে ?

উত্তর: ৩০ দিনের মধ্যে মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য নিবন্ধকের নিকটে প্রদান করতে হবে।

১৭. প্রশ্ন: যমজ শিশুর বেলায় কিভাবে নিবন্ধন করতে হবে ?

উত্তর: যমজ শিশুর ক্ষেত্রে পৃথকভাবে নাম নিবন্ধন করতে হয়।

১৮. প্রশ্ন: কোন এলাকায় শিশুর জন্ম নিবন্ধন করা উচিৎ ?

উত্তর: শিশু যে এলাকায় জন্মগ্রহণ করেছে সেই এলাকার সংশ্লিষ্ট অফিসে তার জন্ম নিবন্ধন করাই ভাল।

১৯. প্রশ্ন: জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন কত সালে পাস হয় ?

উত্তর: ২০০৪ সালে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন পাস হয়।

২০. প্রশ্ন: জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন-২০০৪ কত তারিখ থেকে কার্যকর হয় ?

উত্তর: ২০০৬ সালের ৩রা জুলাই এ আইন কার্যকর করা হয়।

২১. প্রশ্ন: জন্ম নিবন্ধনের ফি কত টাকা ?

উত্তর: জন্ম নিবন্ধনের ফি নিবরূপ:

১. অনূর্ধ্ব ১৮ বছরের জন্য নিবন্ধন বিনামূল্যে (ফ্রি)
২. ১৮ বছর ও ততোধিক হলে ৫০ টাকা।

২২. প্রশ্ন: জন্ম নিবন্ধনের সনদ (বার্থ সার্টিফিকেট) সংগ্রহের ফি কত ?

উত্তর: জন্ম নিবন্ধনের ফি হচ্ছে :

৩. বাংলা ২০ টাকা এবং
৪. ইংরেজী ৫০ টাকা।

২৩. প্রশ্ন: মৃত্যু নিবন্ধনের ফি কত টাকা ?

উত্তর: বিনামূল্যে মৃত্যু নিবন্ধন প্রদান করা হয়।

২৪. প্রশ্ন: জন্ম নিবন্ধনের তথ্য সংশোধন ফি কত টাকা ?

উত্তর: ১০ টাকা।

২৫. প্রশ্ন: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ গ্রহণ বাধ্যতামূলক কি ?

উত্তর: হ্যাঁ।

২৬. প্রশ্ন: জন্ম নিবন্ধন করতে শিশুর নাম কি বাধ্যতামূলক ?

উত্তর: না। জন্ম নিবন্ধনের পূর্বে শিশুর নাম নির্ধারণ করা প্রয়োজন। নাম নির্ধারণ না হলে পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে তার নাম ঠিক করে নিবন্ধককে দিতে হবে।

২৭. প্রশ্ন: নিবন্ধন বই কি সংশোধন করা যাবে ?

উত্তর: হ্যাঁ। নিবন্ধন বইতে ভুল তথ্য লিপিবদ্ধ হলে তা নির্ধারিত ফি'র মাধ্যমে সংশোধন করা যাবে।

২৮. প্রশ্ন: জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে কি না ?

উত্তর: হ্যাঁ।

২৯. প্রশ্ন: জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের আদেশের বিরুদ্ধে কত দিনের মধ্যে আপিল করা যাবে ?

উত্তর: ৩০ দিনের মধ্যে।

৩০. প্রশ্ন: কার নিকটে আপিল করতে হবে ?

উত্তর: নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণের নিকট আপিল করা যাবে:

৫. ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের আদেশের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা,
৬. পৌরসভার চেয়ারম্যানের আদেশের ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট,
৭. ক্যান্টনমেন্টের ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট,
৮. সিটি কর্পোরেশনের বেলায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এবং
৯. রাষ্ট্রদূতের আদেশের ক্ষেত্রে সচিব (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

৩১. প্রশ্ন: নিবন্ধক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কী ধরনের শাস্তির বিধান আছে ?

উত্তর: ৫০০ টাকা অর্থ দণ্ড অথবা দুই মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৩২. প্রশ্ন: এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য কোনো মামলা করা যাবে কি ?

উত্তর: সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি অথবা নিবন্ধক ম্যজিস্ট্রেটের এর আদালতে মামলা করতে পারবে।

তথ্যসূত্র:

১. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪
২. জাতীয় ই তথ্যকোষ: http://www.infokosh.bangladesh.gov.bd